এ স·বি·পিকচার্সের

নিবেদন

বনফুলের

দ্বিরথ

পরিবেশক ● মল্লিক ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার্স

বনফুলের

দ্বৈরথ

প্রযোজনা : **সুধেন্দু দত্ত** * পরিচালনা : **সুধীশ ঘটক, বিজন সেন**

আলোক-চিত্র	: বিশু চক্রবর্তী	সুর-সৃষ্টি	: কালীপদ সেন
শব্দ-গ্রহন	: জে, ডি, ইরানী	উচ্চাংগ-সংগীত	: চিন্ময় লাহিড়ী
সম্পাদনা	: রাজেন চৌধুরী	গীতিকার	: প্রণব রায়
শিল্প-নির্দেশনা	: বীরেন নাগ	নৃত্য-পরিকল্পনা	: প্রীতিধারা মুখার্জী
কর্ম-সচিব	: গোরা গুপ্ত	যন্ত্র-সঙ্গীত	: সুরশ্রী অর্কেষ্ট্রা
ব্যবস্থাপনা	: সন্তোষ মিত্র	আলোক-সম্পাত	: নরেশ সমাদ্দার
রূপ-সজ্জা	: শৈলেন গাঙ্গুলী	প্রচার সজ্জা	: রূপশ্রী আর্ট পাব্‌লিসিটি
স্থির-চিত্র	: ষ্টিল ফটো সার্ভিস্	প্রচার-সচিব	: রা ম কৃ ষ্ণ চ ন্দ

সহকারীগণ

পরিচালনায় : নেপাল নাগ, সুনীল সেন * শব্দযন্ত্রে : শম্ভু বোস

সম্পাদনায় : অমিয় মুখোপাধ্যায়, অমলেশ শিকদার, কানাই ব্যানার্জী, অচল কুমার বন্দোপাধ্যায়

চিত্রশিল্পে : কে, এ, রেজা, অমিয় ঘোষ, কানাই গুপ্ত

আলোক-সম্পাতে : কেষ্ট বোস, মনোরঞ্জন দত্ত, শান্তি সরকার

সংগীতে : শৈলেশ রায় * শিল্প-নির্দেশনায় : শান্তি দাস

ব্যবস্থাপনায় : নিরঞ্জন শীল * রূপ-সজ্জায় : দুলাল দাস, নিতাই সরকার

চরিত্র-চিত্রণে

মলিনা, পাহাড়ী সান্যাল, মণিয়া সরকার, বীরেশ্বর সেন, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, আমিনা খাতুন (বম্বে), কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রীতিধারা মুখোপাধ্যায়, সন্তোষ সিংহ, লীলাবতী, অমিয়া, মঞ্জুশ্রী, কুমার মিত্র, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, ননী মজুমদার, শিশির বটব্যাল, খগেশ চক্রবর্তী, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় (এ্যাঃ) ভবতারন চক্রবর্তী, সুশীল সরকার, গোরা গুপ্ত, নগেন কুণ্ডু, চিন্ময় লাহিড়ী, সলিল, কানাই ও আরও অনেকে.....

ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে নির্মিত ও আর, সি, এ শব্দ-যন্ত্রে বানীবদ্ধ।
আর, বি, মেহ্‌তা ও শৈলেন ঘোষাল কর্তৃক পরিস্ফুট।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বেঙ্গল সওয়াস ক্লাব * দি মেলোডি

কাহিনী

ঐশ্বর্য্যের প্রাচুর্যের মাঝে যাদের কোন পার্থিব অভাব থাকেনা, ক্ষমতা ও প্রভুত্বের নেশা ঘটনা-স্রোতে তাদের যে কেমন ক'রে, কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে যায়,—"দ্বৈরথ" তার-ই জীবন্ত কাহিনী। উগ্রমোহন সিংহ ও চন্দ্রকান্ত রায়—প্রবল পরাক্রান্ত, প্রতিদ্বন্দী দুই প্রতিবেশী জমিদার,—দুই-ই আশৈশব সহপাঠি বন্ধু। উগ্রমোহন পুরুষসিংহ। ঘোড়ার পিঠে আর কুস্তিগীরের আখড়ায় তাঁর দিন কাটে। ...তাঁর প্রতাপে ছোটবড় সকলে সন্ত্রস্ত। চন্দ্রকান্ত রায়—ধীর, স্থির, শান্ত প্রকৃতির মানুষ। সাহিত্য কাব্য, ও সংগীত-চর্চায় তাঁর দিন কেটে যায়। তাঁর ভেতরের সত্যিকার মানুষটির সন্ধান কেহ-ই জানে না। দু'জনের তুলনা ক'রতে গেলে, এ কথা বলা যায়—প্রচণ্ড আগ্নেয়গিরির মত ভয়ংকর ছিল উগ্রমোহন, আর অতল সমুদ্রের মত প্রশান্ত ছিল চন্দ্রকান্ত।

কিন্তু মানুষের বাইরের আবরণ যত-ই কঠিন, যত-ই দুর্ভেদ্য হোক না, কেন, তার ভেতরে থাকে অন্তঃ-সলিলা ফল্গুধারার মত ভালবাসার উচ্ছলতা,—থাকে অনাস্বাদিত জীবনের স্বাদ গ্রহনের সাধ। এম্‌নি ক'রে উগ্রমোহনের জীবনে একদিন এলো রেশম বাঈজী, এলো তার মন-ভোলানো ভালবাসা আর প্রাণ-মাতানো সংগীত-সম্ভার নিয়ে। উগ্রমোহন ও নিজেকে ধূপের মত আহুতি দিলেন তার প্রেমের অগ্নি-শিখায়। চন্দ্রকান্ত এই দুর্বলতার আভাস পেয়ে রেশমকে সেখান থেকে সরিয়ে দিলেন।

কিছু দিন পরে, উগ্রমোহনের জীবনের সাথী হ'য়ে এলো চন্দ্রকান্তের বোন—বাণী! 'বাণী' নামটা চন্দ্রকান্তের দেওয়া, তাই রূপান্তরিত হ'লো 'বহ্নি কুমারী' রূপে। কিন্তু মাতৃ-পিতৃহারা চন্দ্রকান্তের জীবন তেম্‌নি ছন্নছাড়া-ই র'য়ে গেল! তা'ছাড়া জমিদার হবার পর থেকেই দুই বন্ধুর মধ্যে এতো রেষারেষি ও প্রতিদ্বন্দীতা দেখা দিল যে, অন্যদিকে মনোনিবেশ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। অথচ প্রত্যহ সন্ধ্যায়, যখন দু'জনে দাবা খেল্‌তে বসেন, তখন মনে হয় কি গভীর, কী অসীম তাঁদের বন্ধুত্ব—এটা বাস্তবিক-ই আশ্চর্য্যের।

উগ্রমোহন তাঁর মৃতাভাগ্নী কমলার দুই মেয়ে—রুমনি-ঝুমনির বিয়ে ব্যাপারে খুব ব্যস্ত হয়ে প'ড়লেন।

রুমনি-ঝুমনির পিতা গঙ্গাগোবিন্দ এ-বিয়েতে অমত ক'রলেন। মৃন্ময় ঠাকুর তাঁর দুই ছেলের সংগে বিয়ে দিতে আপত্তি জানালেন। চন্দ্রকান্তও সুযোগ পেয়ে মৃন্ময় ঠাকুরের পুত্রদ্বয়কে লুকিয়ে রাখলেন। তবু এই সব বাধা-বিপত্তি ও নানা ঘাত-প্রতিঘাতের ভেতর দিয়ে শেষ পর্যন্ত খুব জাঁক জমকের সংগেই রুমনি-ঝুমনির বিয়ে সম্পন্ন হ'লো।

বিয়ের পরেই উগ্রমোহনের মা গেলেন বৃন্দাবনে তীর্থবাস ক'রতে। বহ্নিকুমারী এবার সত্যিই বড় নিঃসঙ্গিনী হ'য়ে প'ড়লেন। উগ্রমোহনের দুর্দাম চরিত্রের রাশ টেনে রাখবার মত ও আর কেউ রইলোনা। তাঁর রোষদৃষ্টি প্রথমেই প'ড়লো গোলক সা'র উপর। তার অপরাধ,—চন্দ্রকান্তকে সে টাকা ধার দেয়। সজোরে চড় মেরে একথাটা ভাল ক'রেই তাকে একদিন বুঝিয়ে দিলেন। গোলক সা' নিষ্কৃতি পাবার আশায় চন্দ্রকান্তের জমিদারীতে গিয়ে বসবাস সুরু ক'রলো। খবর পেয়ে উগ্রমোহন আগুনের মত জ্ব'লে উঠ্‌লেন। এই বিশ্বাসঘাতকতার তিনি প্রতিশোধ নিলেন চন্দ্রকান্তের বাঘাড় বিল লুট ক'রে, আর ঘোড়-সওয়ার ডাকাতের দলকে দিয়ে গোলক সা'কে ধ'রে এনে। তাকে কঠোর প্রহার ক'রে, যমঘরে বন্দী ক'রতে হুকুম দিলেন উগ্রমোহন।

এমন সময়, মায়ের অসুখের খবর পেয়ে উগ্রমোহন বৃন্দাবনে চ'লে গেলেন। আর বহ্নিকুমারী গেলেন দাদার সংগে দেখা ক'রতে। পাশের ঘরে গঙ্গা-গোবিন্দের সংগে চন্দ্রকান্তের আলোচনা শুনে জান্‌তে পারলেন, গোলক সা'র বিপদের কথা। গঙ্গাগোবিন্দ মাঝে মাঝেই কটাক্ষ করছিলেন উগ্রমোহনকে। শুনে,—রাগে-দুঃখে, ক্ষোভে-অভিমানে বহ্নি নিজের সত্বা হারিয়ে ফেললেন। গোলক সা'র প্রাণ রক্ষার জন্য চন্দ্রকান্ত পুলিশের শরনাপন্ন হবেন জেনে, তিনি স্থির সিদ্ধান্ত ক'রলেন—যেমন ক'রেই হোক স্বামীর খ্যাতি, মান-মর্য্যাদা তিনি র'ক্ষা ক'রবেন। গঙ্গাগোবিন্দ চ'লে গেলে, তিনি দাদার কাছ থেকে বিদায় নিলেন। পথে পাল্কী থামিয়ে গঙ্গাগোবিন্দের বাড়ী গেলেন। গঙ্গাগোবিন্দ সবিস্ময়ে ব'ললেন : এলে যে আবার? বহ্নি দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিলেন : এলাম তোমার একটা ভুল ভেঙে দিতে। ...আমার স্বামী, আমার গর্ব্বের বস্তু। তাঁকে পেয়ে আমি যে শুধু সুখী হ'য়েছি তা'নয়—ধন্য হ'য়েছি। আর একটা কথা মনে রেখো —মানব জন্মটা শুধু মহত্ব-আস্ফালন ক'রবার জন্যেই

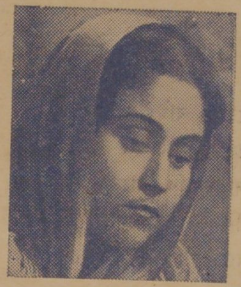

আমরা পাইনি। দেবতা-ই পাথরের হয়, মানুষের মধ্যে রক্ত মাংসের দুর্বলতা থাকা সব সময় দোষের নয়।...চ'ললাম। কথাটা ব'লে ত্রস্তপদে বেরিয়ে এ'লো বহ্নি।

বাড়ী ফিরে যমঘরের অতিরিক্ত চাবিটা তাঁর সংগে নিলেন, আর নিলেন নিজস্ব পরিচারিকা বিহঙ্গকে তাঁর নৈশ অভিযানের সহযাত্রীরূপে। পাল্কী বেহারা ও বিহঙ্গকে কাছারী বাড়ীতে রেখে, একা এগিয়ে চ'ললেন দৃঢ় পদক্ষেপে—সেই যম-ঘরের দিকে। অন্তরে তাঁর ভয়-ভাবনার ব্যাকুল ঝড়, আর বাইরের আকাশ-বাতাসে তখন ভয়ংকর দুর্যোগ। তবু তার চলার বিরাম নেই। ...বজ্র-নির্ঘোষে আর বিজলী-লেখায় সূচিত হ'লো অজানা আশংকার। সর্বনাশের মত্ত হাওয়া হুহু শব্দেকেঁদে বললো : বহ্নি তুমি যেও না...তুমি যেও না। ...তবু তাঁকে যেতেই হবে। ...স্বামীর মান-মর্যাদা র'ক্ষার সংকল্প তাঁকে সমুখে ঠেলে দিচ্ছে...যমঘরের জমাট বাঁধা নিবিড় অন্ধকারের মাঝে অনাহার-ক্লিষ্ট গোলক সা'র নির্জীব দেহ যেন আকুল হ'য়ে তাঁকে ডাক্‌ছে...তাঁকে যেতেই হবে...

যমঘরের পাষাণ দোরের উপর নিবদ্ধ হলো তাঁর দৃষ্টি,...ভীষণ অদৃষ্টের মত নির্মম বদ্ধ তালার উপর চাবিটা চেপে ধরলেন—তাঁর সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ ক'রে। দোর খুলে গেল। ...ভেতরের সূচিভেদ্য অন্ধকার যেন হিংস্র শ্বাপদের মত তাঁকে গ্রাস করতে এলো মুহূর্ত্তে.....

তারপর ?.....

গান

(২)

মিশিরজীর গান (ঠুংরী)

আখিয়াঁ কাহে কো মিলাই
মোহে প্রেম কি রাহ দিখাই ॥
বরবস পাস বুলা ক্যর অপ্‌নে
অব কিউ ন্যায়না চুরাই ॥
তেরা মান ন্য জানু সজনী
তু অরেজ কি নাই,
আঁখে সে ওঝল হোনা থা
তো ফির কিউ মুসকাই ॥

(২)

[বহ্নি-কুমারীর গান]

মম, অঙ্গনে জাগে সন্ধ্যা-প্রদীপ
আসিবে সুন্দর মোর।
তাই, পিয়া-মুখ চন্দ্রমা দরশ পিয়াসে
আকুল আঁখি চকোর।
প্রহর ব'য়ে যায় তাহারি ধেয়ানে,
অধীর অন্তর ধীর না মানে,
কণ্ঠে যেন তার মালা হ'তে চায়
মোর, কবরীর ফুলডোর।
স্বজন বিনা মোর বিজন মন্দিরে
তন্দ্রাহারা নিশি একেলা যাপিরে,
চম্পাবনছায় পাপিয়া শুধায়
"প্রীতম কোথা আজি তোর ?"

(৩)

মিশিরজীর গান (খেয়াল)

বালমুওয়া মারিরী
ব্যরণ ব্যরণ কী কলিয়াঁ খিলিয়াঁ
ল্যাহে রাণী বান বেলরীয়াঁ
শুধী অজহু নহি আয়ে।
হো বিরহন বওরাণী ঝুঁ ঝুঁ
ল্যাহেরাণী হ্যরীয়াঁ ডরীয়াঁ
ঋতু বসন্ত মে আয়ে স্তু হমারে পিয়া
সওতন কে ঘর ভুল রাহে॥

(৪)

(রেশম বাঈজীর গান)

মেরা দিল্ লুট্ গায়া হায়
হায়ে দো দিন কি মোহব্বৎ মে
শুনাউ কিস্‌কো আফ্‌সানা
পাড়ি হুয় যান্ আফৎ মে।
হাঁ কিসি বেদরদ্দ নে দিল্ লেকে
মুহ্‌সে ফের লি আঁখে,
জ্যালা জীনেসে বেহেতার্ মাওৎ আয়ে
এয়সি হালৎ মে।
আগ্যার মালুম হোতা,
দিল্ লাগানে মে মাজা ইয়ে হ্যায়
না ম্যায় ঘুট ঘুটকে মারতি হায়
শুয়দা উন্‌কি ফুরকাৎ মে।

(৫)

(ফুল্‌কীর গান)

ও,   নিশি জোছনায় বাঁশী কে বাজায়
বুনো সুরে হায় দোলা দিয়ে যায়,
বুঝি,   রাতের মায়ায় পরদেশী কোন এল পথের ভুলে
তার,   রঙিন হাসি রঙ্ ধরালো রাঙা পলাশ ফুলে,
তার,   আগুন বরণ তনু,
তার,   বাঁকা ভুরুর ধনু,
যেন,   বিষের তীর চালায়।
সে এমন রাতে বাজায় একি মায়া রাগিনী,
যেন,   এক নিমেষে বশ করে সে বুনো সাপিনী ;
আহা,   দোলন-চাঁপার শাখে,
ওই,   বৌ কথা কও ডাকে,
তার, সুরের ইসারায়॥

(৬)

(বহ্নি-কুমারীর গান)

ভালবেসে হার মেনেছি
বঁধু, সেই তো আমার জয়।
নদী যেমন পারাবারে
হারিয়ে ফেলে আপনারে,
তেম্‌নি ক'রেই তোমার মাঝেই
হোক না আমার লয়।

১৭১।১এ, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা মল্লিক ফিল্ম্ ডিষ্ট্রিবিউটার্সের পক্ষ হইতে প্রচার সচিব রামকৃষ্ণ চন্দ কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত এবং ১২৪সি, বিবেকানন্দ রোড, ইউনাইটেড কম্যার্শিয়াল ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ কর্তৃক মুদ্রিত

মূল্য ঃ দুই আনা